চতুর্দশ অধ্যায়
বেসরকারি খাত উন্নয়ন

[জাতীয় অর্থনীতিতে বিনিয়োগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষতঃ শিল্প ও উৎপাদনশীল প্রকল্পে বিনিয়োগের ফলে দীর্ঘমেয়াদি টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারি খাত অত্যন্ত ইতিবাচক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের প্রসারকল্পে সরকার বিনিয়োগ-বান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন, আইন ও বিধিগত সংস্কার তথা সার্বিক বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। ২০০১-০২ অর্থবছরে মোট ২,৯৬৪টি বেসরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ প্রস্তাবনার পরিমাণ ছিল ১০,৫৪০ কোটি টাকা, যা ২০১২-১৩ অর্থ বছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই--ফেব্রুয়ারি) দাঁড়িয়েছে ১১৫৭ টি প্রকল্পে মোট ৪৯,১৩৮ কোটি টাকা। অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে পৃথকভাবে গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাইরে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিশেষতঃ ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। ভৌত অবকাঠামো খাতে বিশেষ করে মহাসড়ক, এক্সপ্রেসওয়ে-যেমন মাস-ট্রানজিট, ফ্লাইওভার, বাস টার্মিনাল, বিমান বন্দর, এভিয়েশন, সমুদ্র বন্দর, রেলওয়ে ভৌত-অবকাঠামো এবং সেবা খাতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যক্তিখা-ত তৈরি পোষাক ও নিটওয়্যার শি-ল্পর অভূতপূর্ব বিকাশ শিল্প খাত-ক গতিশীল ক-র তুল-ছ এবং দে-শ বিনি-য়াগ-সহায়ক পরি-বশ সৃষ্টি-ত অবদান রাখছে। ফলে এ খাতে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হয়েছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী সরকার দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে। সমাজের সকল স্ত-র ডিজিটাল লিটারেসি বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ এবং ই-গভর্নেন্স, ই-কমার্স প্রবর্তন করা হলে জ্ঞান-ভিত্তিক শিল্পে প্রতিভাবান তরুণদের ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ আধুনিক ও উন্নত বাংলাদেশ গঠন সম্ভব হবে।]

বেসরকারি বিনিয়োগ-সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার বিনিয়োগ বোর্ড ও প্রাইভেটাইজেশন কমিশন গঠন এবং পুঁজি বাজার উন্নয়নে ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ব্যক্তিখাতে তৈরি পোষাক ও নিটওয়্যার শিল্পের বিকাশ শিল্পখাতকে গতিশীল করে তুলেছে এবং দেশে বিনিয়োগ-সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রাখছে।

বাংলা-দ-শ বিনি-য়াগ পরিস্থিতি

বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ডের কার্যক্রম

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারি খাত অত্যন্ত ইতিবাচক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। শিল্প ও উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে বেসরকারি বিনিয়োগের এ ধারা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারের বিনিয়োগ-বান্ধব নীতিমালা, আইন ও বিধিগত সংস্কার তথা সার্বিকভাবে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নের প্রত্যয় এবং সর্বোপরি দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের অব্যাহত অংশগ্রহণের ধারা এ সম্ভাবনাকে আরো উজ্জ্বল করছে। বাংলাদেশে শিল্পখাতে বেসরকারি বিনিয়োগ সংক্রান্ত সাম্প্রতিক তথ্যাবলী নিম্নোক্ত সাতটি আঙ্গিকে উপস্থাপন করা হলোঃ

- বিনিয়োগ পরিবেশ
- প্রকৃত বিনিয়োগ (স্থানীয় ও বিদেশি)
- বিনিয়োগ নিবন্ধন (স্থানীয় ও বিদেশি)
- মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি
- শিল্পখাতে জিডিপি
- জিডিপির শতকরা হার হিসেবে বেসরকারি বিনিয়োগ
- কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা

বিনিয়োগ পরিবেশ

বিশ্বব্যাংক ও IFC (Internatuonal Finance Corporation) প্রকাশিত Doing Business 2012 শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী Ease of Doing Business: Global Rank-এ বাংলাদেশের অবস্থান ১৮৫টি দেশের মধ্যে ১২৯তম । তবে বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ২৫তম। তা ছাড়া ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৩তম এবং ব্যবসা শুরু ও কর প্রদানের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৯৫তম ও ৯৭তম স্থানে রয়েছে। নিম্নের লেখচিত্র-১৪.১ এ ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ বিবেচনায় বাংলাদেশসহ কয়েকটি দেশের অবস্থান তুলে ধরা হলো।

লেখচিত্র ১৪.১ঃ ব্যবসা বান্ধব পরিবেশঃ বৈশ্বিক পর্যায়ে অবস্থান

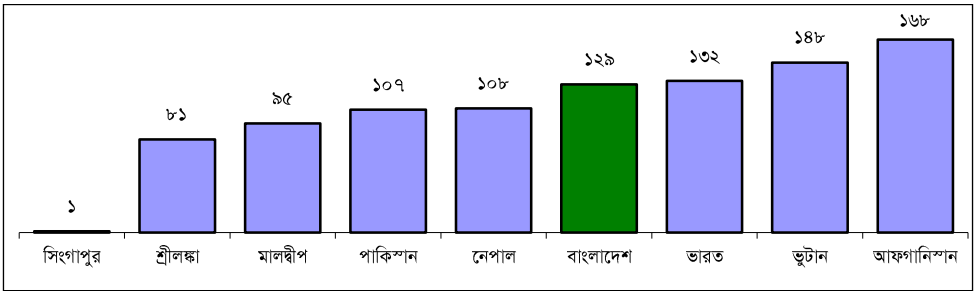

সূত্র ঃ Doing Business 2010, IFC, The World Bank

প্রকৃত বিনিয়োগ (বৈদেশিক ও স্থানীয়)

প্রকৃত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment-FDI) ঃ

বাংলাদেশে প্রকৃত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিসংখ্যান বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ষান্মাসিক Enterprise Survey-র মাধ্যমে সংগৃহীত হয়ে থাকে। নিচের লেখচিত্র ১৪.২-এ প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের ধারা তুলে ধরা হলো।

লেখচিত্র ১৪.২ঃ বাংলাদেশে প্রকৃত বৈদেশিক বিনিয়োগের (FDI) সাম্প্রতিক প্রবাহ

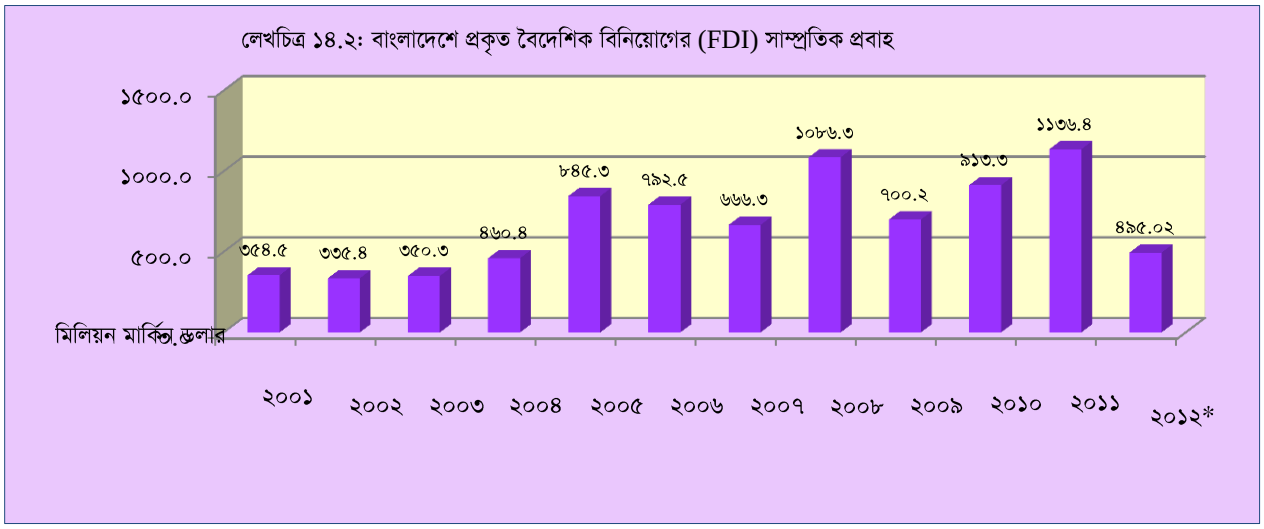

সূত্রঃ এন্টারপ্রাইজ সার্ভে , বাংলাদেশ ব্যাংক *জুন ১২

নিম্নের সারণি ১৪.১-এ বাংলাদেশে প্রকৃত বিদেশী বিনিয়োগের উপাদানভিত্তিক প্রবাহ দেখানো হল; এ সারণি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে প্রকৃত বিনিয়োগ প্রবাহের প্রধান উপাদান হলো সমমূলধন । এরপর রয়েছে যথাক্রমে পুনঃবিনিয়োগ ও আন্তঃকোম্পানী ঋণ।

সারণি ১৪.১ঃ বাংলাদেশে প্রকৃত বিদেশি বিনিয়োগের উপাদান ভিত্তিক প্রবাহ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিনিয়োগ উপাদান	২০০২	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	**২০১০**	২০১১	২০১২*
সমমূলধন	১৩৩.৮	১৫৬.১	১৫৫.৯	৪২৫.৬	৫০৩.৭	৪০১.৬	৮০৯.২৫	২১৮.৫৫	৫১৯.৯৮	১৩১.৬৪	১৫৩.৮৯
পুনঃবিনিয়োগ	১১৬.৮	১৭০.২	২৩৯.৮	২৪৭.৫	২৬৪.৭	২১৩.২	২৪৫.৭৩	৩৬৪.৯৪	৩৬৪.৬২	২৩৩.৬২	২৮৬.৩৪
আন্ত	৭৭.৭	২৪.০	৬৪.৭	১৭২.২	২৪.১	৫১.৫	৩১.৩৩	১১৬.৬৭	২৮.৭২	৭১.২৬	৫৪.৭৯
সর্বমোট	৩২৮.৩	৩৫০.৩	৪৬০.৪	৮৪৫.৩	৭৯২.৫	৬৬৬.৩	১০৮৬.৩১	৭০০.১৬	৯১৩.৩২	৪৩৬.৫২	৪৯৫.০২

সূত্রঃ এন্টারপ্রাইজ সার্ভে , বাংলাদেশ ব্যাংক , *জুন ২০১২ পর্যন্ত

প্রকৃত স্থানীয় বিনিয়োগ

নিবন্ধিত স্থানীয় বেসরকারি বিনিয়োগ প্রস্তাবনাগুলোর প্রকৃত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কোন আনুষ্ঠানিক পরিসংখ্যান বিদ্যমান না থাকলেও বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত নমুনা জরিপের মাধ্যমে জানা যায় যে, এ সব স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনার মধ্যে প্রায় ৬৮ শতাংশ-ই বাস্তবায়িত হয়েছে অথবা বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন (বৈদেশিক ও স্থানীয়)

বিনিয়োগ কার্যক্রম শুরুর প্রাথমিক ধাপ হলো বিনিয়োগ নিবন্ধন, যা পরবর্তী কালে প্রকল্প সংক্রান্ত সার্বিক সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করা হয়। ২০০১-০২ অর্থবছরে মোট ২,৯৬৪টি বেসরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ প্রস্তাবনার পরিমাণ ছিল ১০,৫৪০ কোটি টাকা, যা ২০১২-১৩ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি১৩ এ দাঁড়িয়েছে ১,১৫৭টি প্রকল্পে মোট ৪,৯১,৩৮৬কোটি টাকা। ২০০১-০২ অর্থ বছর হতে বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহের বছরওয়ারি তথ্য সারণি-১৪.২-এ তুলে ধরা হলো।

সারণি১৪.২ঃ বেসরকারি বিনিয়োগ নিবন্ধন

অর্থ বছর	স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনা		বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রস্তাবনা		মোট প্রস্তাবনা		প্রবৃদ্ধি (%)
	প্রকল্প	কোটি টাকা	প্রকল্প	কোটি টাকা	প্রকল্প	কোটি টাকা	
২০০১-০২	২৮৭৫	৮৮০৬	৮৯	১৭৩৪	২৯৬৪	১০৫৪০	-২৮.৮০
২০০২-০৩	২১০১	১১৬৫৩	১০৪	২০৬৭	২২০৫	১৩৭২০	৩০.১৭
২০০৩-০৪	১৬২৪	১৩৫৪৬	১৩০	২৬৪৪	১৭৫৪	১৬১৯০	১৮.০০
২০০৪-০৫	১৪৬৯	১৪০০৫	১২০	৫২৯৮	১৫৮৯	১৯৩০২	১৯.২২
২০০৫-০৬	১৭৫৪	১৮৩৭০	১৩৫	২৪৯৮৬	১৮৮৯	৪৩৩৫৬	১২৪.৬২
২০০৬-০৭	১৯৩০	১৯৬৫৮	১৯১	১১৯২৫	২১২১	৩১৫৮৩	-২৭.১৫
২০০৭-০৮	১৬১৫	১৯৫৫৩	১৪৩	৫৪৩৩	১৭৫৮	২৪৯৮৬	-২০.৮৯
২০০৮-০৯	১৩৩৬	১৭১১৭	১৩২	১৪৭৪৯	১৪৬৮	৩১৮৬৭	২৭.৫৪
২০০৯-১০	১৪৭০	২৭৪১৪	১৬০	৬২৬১	১৬৩০	৩৩৬৭৪	৫.০০
২০১০-১১	১৭৪৬	৫৫৩৬৯	১৯৬	৩৬৫২৪	১৯৪২	৯১৮৯৩	১৭৩
২০১১-১২	১৭৩৫	৫৩৪৭৬	২২১	৩৪৪১৬	১৯৫৬	৮৭৮৯৩	-৫.০০
২০১২-১৩*	১০১৮	২৯২২৬	১৩৯	১৯৯৪২	১১৫৭	৪৯১৩৮	-৪৫.০০

সূত্রঃ বিনিয়োগ বোর্ড, * ফেব্রুয়ারি'১৩ পর্যন্ত

সম্পূর্ণ স্থানীয় বিনিয়োগ নিবন্ধন

২০০১-০২ অর্থ বছরে স্থানীয় বিনিয়োগ নিবন্ধনের পরিমাণ ছিল মোট ৮,৮০৬ কোটি টাকা যা, ২০১২-১৩ অর্থ বছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) ২৯,২২৬ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। স্থানীয় বিনি-য়া-গ নিবন্ধিত শি-ল্পর খাতভিত্তিক বিবরণ সারণি ১৪.৩ এ তু-ল ধরা হ-লা।

সারণি১৪:৩ঃ স্থানীয় বিনিয়োগে নিবন্ধিত শিল্পের খাতভিত্তিক বিবরণ

(কোটি টাকা)

বৃহৎ খাতের নাম	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-
কৃষিভিত্তিক শিল্প	৮১৬.১৮	৯৫১.১১	৮২২.৩৩	২৩২৫.১০	৫২০০.৬৯	৬১১৯.৬	৩৯৭২.৩০
ফুড এন্ড এলাইড	৪২৬.৫৬	৪৩৭.০৭	৪০২.৭৬	২১৫৭.৩৭	১৭৪৪.০৪	১০৮২.২	৫২৭.৫
টেক্সটাইল শিল্প	১৩৫৮৪.৮৪	১১০০৯.১৮	৭৯৪৫.১২	৮৯৬৬.১৯	১৫৪০৩.৬৫	১০৫৫৭.৬	১০৬৪৫.৯
প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং	৫৭৮.৬৫	৩৬৬.৮৪	১৮০.১৩	২৭৩.৯০	২৫৫.৬১	৪১৫.১	৩৭৬.১
ট্যানারী এন্ড লেদার শিল্প	৭৩.৭৮	২০.২৭	৩৩.০৪	২১৮.৮৪	২০১.৮৩	১৩৮.৬	১০১.৬
কেমিক্যালস শিল্প	১৫২৩.৪২	২২৩৬.৪৭	৩০৫৫.৫৯	৭৭৪৬.২৮	৬৫০৯.২৩	৯৫৪৯.১	৪৪৫৬.৩
গ্লাস এন্ড সিরামিক শিল্প	৯৬.৯১	১৭৫.০১	৪০৫.৫২	৭৩.০২	২০৭.৬৪	২৪০.০	৬৯.০
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প	৯৫৯.৬২	১৮৫৬.৮৭	২৭৬১.৫৮	২৯৩৫.২১	৩৫৮৬.১৬	৪৯৫৮.২	২২০৮.৬
সার্ভিস শিল্প	১৫৩৪.১৬	২৩৫৬.৭৭	১৪৬৪.৮৯	২৬২২.৪৭	২২২৩১.৭০	১৫৫০৬.১	৬৭৫৫.৯
বিবিধ শিল্প	৬৩.৯৭	১৪৩.৪২	৪৬.৫৩	৯৫.৩০	২৮.৪৯	৪৯১০.১	১১৩.১
মোট	১৯৬৫৮.০৯	১৯৫৫৩.০১	১৭১১৭.৪৯	২৭৪১৩.৬৯	**৫৫৩৬৯.০৫**	**৫৩৪৭৬.৬**	**২৯২২৬.৩**

সূত্রঃ বিনিয়োগ বোর্ড, * ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্

খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, শিল্প প্রকল্প নিবন্ধনের হার সর্বোচ্চ (২৮.০৮ শতাংশ)। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খাতগুলো হলো বস্ত্র শিল্প (১৯.৫৩ শতাংশ), রসায়ন (১৬.৯৭ শতাংশ) ও কৃষিভিত্তিক (১২.৭৯ শতাংশ)। স্থানীয় বিনিয়োগে প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ লেখচিত্র ১৪.৩ এ তু-ল ধরা হ-লা।

লেখচিত্র ১৪.৩ঃ ২০১২-১৩ অর্থ বছরের (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) স্থানীয় বিনিয়োগে প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ

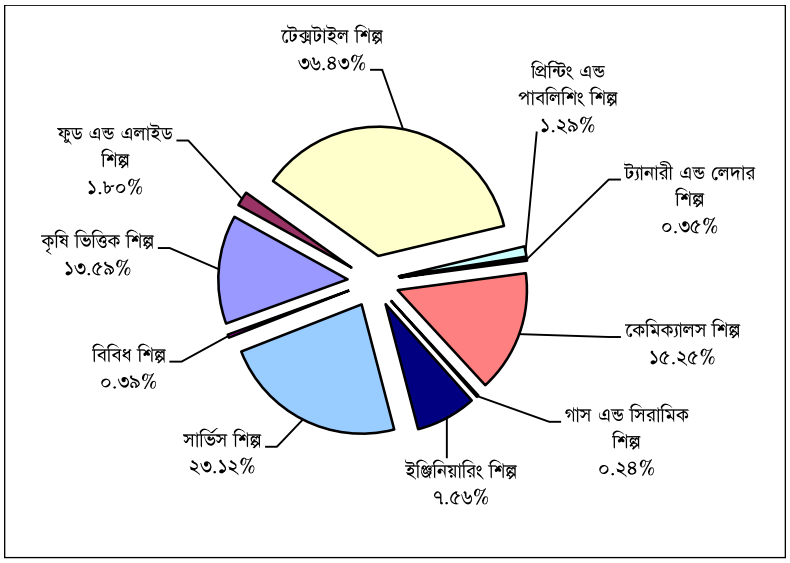

সূত্রঃ বিনিয়োগ বোর্ড, * ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত

সম্পূর্ণ বিদেশি ও যৌথ মালিকানাধীন বিনিয়োগ নিবন্ধন

২০১২-১৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগে মোট ১৩৯টি নতুন প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে, যাতে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ২৩৩৭.৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার । নিবন্ধিত নতুন ১৩৯টি বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার প্রধান খাতগুলো হলো সেবা, বস্ত্র ও কৃষিভিত্তিক। সারণি ১৪:৪ এ বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন শিল্পের খাতভিত্তিক তথ্য সন্নিবেশিত হলো।

সারণি ১৪:৪ঃ বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন শিল্পের খাতভিত্তিক তথ্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বৃহৎ খাতের নাম	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩*
কৃষিভিত্তিক শিল্প	১৫.৯৩	৩৬.৪২	৩৫.৪৮	২২.৫৬	২২.২৩	১২৫.৫৫	১৬৫.৬৫	৫৬.২৯
ফুড এন্ড এলাইড শিল্প	১.২২	৩.০১	১.৯০	২.০০	০.০৯	৯.৮০	৭৭.০৫	১০.০৮
টেক্সটাইল শিল্প	১১৪.০৮	১৮১.০৩	২৭৪.৮৭	৩৬.৪০	৭২.৫২	১৬০.১৪	২৬৫.৫৮	৩২.৫৮
প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং	০.১৫	৪.৪৩	০	০	২.৭০	০	০.৫৬	০.০০
ট্যানারী এন্ড লেদার শিল্প	৬.৮৮	৮.৩৯	০.৩৮	২.১৫	১৩.৬৬	৫.১১	৭৮.২৭	২.৩০
কেমিক্যালস মিল্প	১৮৭৮.১৯	৪৪.৫৬	৫৭.৪৪	৫.৬৩	৬১.৭০	৬৯.৫৩	১৪৬.৪৯	৮.৮৯
গ্লাস এন্ড সিরামিক শিল্প	০	০	০.১৭	১৭.৭০	০	২৬.৩৭	১০.০৪	০.৪৪
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প	২৩.২০	২৫.৯১	৭৭.৫৮	১২১.৪১	১৭.৩৬	১২৮৮.৭৩	২৪৪০.১৩	১১.৮০
সেবা শিল্প	১৩১৩.৮৬	১১৫৬.৩৬	১৭৬.৫১	১৮৬৩.৮৪	৬৫১.২০	৩৪২৮.৭২	৩১১.৬৬	২২১৫.৪৭
বিবিধ শিল্প	০	০.৬২	০.০৫	০	০.০৯	০.৭৩	০.১২	০.০০
মোট	**৩৩৫৩.৫০**	**১৪৬০.৭২**	**৬২৪.৩৬**	**২০৭১.৬৮**	**৮৪১.৫৫**	**৫১১৪.৭১**	**৩৪৯৫.৬১**	**২৩৩৭.৮৮**

সূত্রঃ বিনিয়োগ বোর্ড, * জানুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত

খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সেবা খাতে শিল্প প্রকল্প নিবন্ধনের হার সর্বোচ্চ (৯২.৭৬%)। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খাতগুলো হলো বস্ত্র শিল্প (১.৮৯%), প্রকৌশল শিল্প (১.৮৭%) ও কৃষি শিল্প (১.৭৭%)। লেখচিত্র-১৪.৪-এ নিবন্ধিত বিদেশী ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ তুলে ধরা হলোঃ

লেখচিত্র ১৪.৪ঃ ২০১২-১৩ অর্থবছরে বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ*

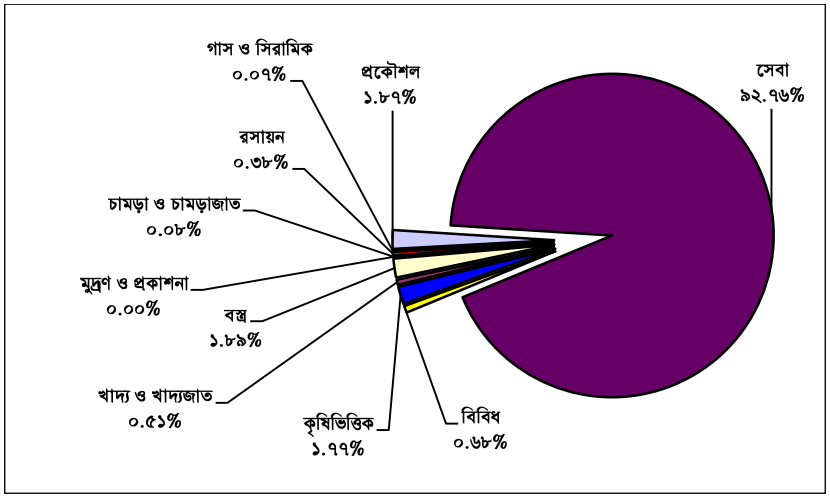

* সাময়িক সূত্রঃ মাসিক প্রতিবেদন, নীতি ও পরিকল্পনা, বিনিয়োগ বোর্ড

বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার দেশভিত্তিক বিবরণ

২০১২-১৩ অর্থবছরের জানুয়ারি'১৩ পর্যন্ত নিবন্ধিত নতুন বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোর অঞ্চল হিসেবে পূর্ব এশিয় দেশসমূহ হতে প্রাপ্ত বিনিয়োগ প্রস্তাবনার পরিমাণ সর্বাধিক। এরপর রয়েছে দক্ষিণ, পূর্ব ও পূর্ব- পশ্চিম এশিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, উত্তর আমেরিকা এবং সিআইএসভুক্ত অঞ্চল। সারণি-১৪.৫-এ দেশভিত্তিক বিদেশি ও যৌথ প্রকল্পগুলোর বিবরণ তুলে ধরা হলো ঃ

সারণি ১৪.৫ঃ নিবন্ধিত বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনাগুলোর দেশভিত্তিক বিবরণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

ক্র:নং	বিদেশী/যৌথ বিনিয়োগের উৎস	২০০৮-২০০৯ অর্থবছর	২০০৯-২০১০ অর্থবছর	২০১০-২০১১ অর্থবছর	২০১১-২০১২ অর্থবছর	২০১২-২০১৩* অর্থবছর
১.	কেএসএ	১৭৩২.৫৭	৪৭১.৮২	৭.০৮	২.৩৬	০
২.	ইউএসএ	১৫.৩৪	১৪৩.৬২	৮৪৬.৭০	৭.৯১	১০২.৬৮
৩.	থাইল্যান্ড	৫৪.৯০	৩.০৪	৯৭.৫২	২০১.২২	৪৫.৩৪
৪.	ভারত	৫৮.৮৫	১৫.৫১	৬৮.০২	১৯৭.৪৪	১৮০৪.৪৭
৫.	দক্ষিণ কোরিয়া	২৩.৮৬	৩২.৪৭	৩২৭৭.৭৪	২৪৪৭.৯৮	৬.৫৮
৬.	মালেশিয়া	১.২৮	৫.৪৭	১৩৭.১১	১০.৮৭	৫.৬৪
৭.	দি নেদারল্যান্ডস	১৫.৫১	১৬.০২	১১৩.৩৫	১৩৭.১৪	২.৩৩
৮.	চীন	১৯.০৩	২৮.০৫	০	৪৮.৪২	১৬০.৩৭
৯.	ইউকে	৬.৮৭	৪.৩৮	৮.৮৭	৬.১১	৫৫.৭৮
১০.	পাকিস্তান	৪.৫৮	১.২৪	১৯.৬০	৩.৪৭	০.২৭
১১.	জাপান	৭.১৭	৬.৮০	১৪.৯৮	৮১.৭১	২১.৩৭
১২.	ডেনমার্ক	৪.২৮	১.২০	০.৬৮	০.৪৯	৬.৮৯
১৩.	শ্রীলঙ্কা	২.২০	১.১১	১.০৫	৯৯.৪৩	৮৯.৬৯
১৪.	কানাডা	১.১৭	১.২০	০	৪.০৯	০.৩৯
১৫.	তাইওয়ান	২.৮৪	১০.৯৬	২১.৬৩	৬.৬২	০
১৬.	সিঙ্গাপুর	১.০২	৪.৬৪	১৩৩.১০	৯২.৩০	৬.২৬
১৭.	তুরস্ক	০.৬১	০.৪০	২.৬১	৪.৭৬	৩.৯৫
১৮.	ইতালী	০.১৭	৪.০৭	৩.৯০	১.০৬	০.৬৪
১৯.	হংকং	৫.৬৯	৬১.৮১	৪৫.১০	১৬.১৬	২০.৭৭
২০.	আফ্রিকা	০	০	১.৪২	০	০
২১.	আর্মেনিয়া ও রাশিয়া	০.৮২	০	০	০	০
২২.	বার্মুডা	০	০	০	৩১.৫৮	০
২৩.	ফ্রান্স	২.২৪	০	১.১২	৯.৪৫	০.৬৯
২৪.	ইন্দোনেশিয়া	১৭.১৩	০	১.৯৪	০	০
২৫.	লেবানন	০	০	২৫.০৯	০	০
২৬.	মরিশাস	০	০	১.৩৪	৪.৫৯	০
২৭.	ফিলিপাইনস	০	২০.২৮	৬.৭৪	০	০
২৮.	সুইডেন	০.৮৯	৩.০৭	১০১.৭০	১.৪৮	০
২৯.	সুইজারল্যান্ড	০	০	০.৭০	১১.৬৯	০

ক্র:নং	বিদেশী/যৌথ বিনিয়োগের উৎস	২০০৮-২০০৯ অর্থবছর	২০০৯-২০১০ অর্থবছর	২০১০-২০১১ অর্থবছর	২০১১-২০১২ অর্থবছর	২০১২-২০১৩* অর্থবছর
৩০.	ফিনল্যান্ড	১.১২	২.৯৭	১.৪২	০.৭২	০
৩১.	ইউএই	১৭.৬৯	০	১০.৬৩	১.৯৪	০
৩২.	ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড	০	৩.১৯	০	৬.৬৮	০
৩৩.	জার্মানী	৭২.৪৩	২.১৪	৮৩.৮৮	২৬.৭১	০.০৫
৩৪.	অস্ট্রেলিয়া	০.৭০	৩.৬৮	০	০.১২	০
৩৫.	গ্রীস	০.৪১	০.১৫	০.২৬	০	০
৩৬.	পর্তুগাল	০	০	০	০	০
৩৭.	স্পেন	০.১৮	০	০	২.৮৭	০.৫০
৩৮.	পোল্যান্ড	০	০	০	০	০
৩৯.	বেলজিয়াম	০	০	০	১.২৬	০
৪০.	মিশর	০	০	০	০	১.১৫
৪১.	হাঙ্গেরী	০	০	০	০	০
৪২.	নরওয়ে	০	০	০.২২	২২.৭১	০
৪৩.	ভিয়েতনাম	০	০	০	০	০
৪৪.	জর্দান	০	০	০	০	০
৪৫.	কুয়েত	০	০	০	০.৯৮২	০
৪৬.	অস্ট্রিয়া	০	০	০	০	০
৪৭.	মাল্টা	০	০	০	৩.১২৫	০
৪৮.	লিবিয়া	০	০	০	০	১.১৬
৪৯.	নাইজেরিয়া	০	০	০	০	০.৬২
৫০.	সার্বিয়া	০	০	০	০	০.১৯
	মোট	**২০৭১.৬৮**	**৮৪৯.৩৮**	**৫১১৪.৭১**	**৩৪৯৫.৬১**	**২৩৩৭.৮৮**

* সাময়িক সূত্রঃ আইআইএমসি অধিশাখা, বিনিয়োগ বোর্ড

মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি

মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির হারকে শিল্পায়নের ধারার গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। ২০১২-১৩ অর্থবছরে জানুয়ারি '১৩ পর্যন্ত প্রায় ১,০৬৭ মিলিয়ন ডলার মূল্যমানের মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়েছে। নিচের লেখচিত্র ১৪.৫-এ ২০০১-০২ অর্থ বছর হতে ২০১২-১৩ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ধারা তুলে ধরা হলো ঃ

লেখচিত্র ১৪.৫ঃ মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ধারা (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

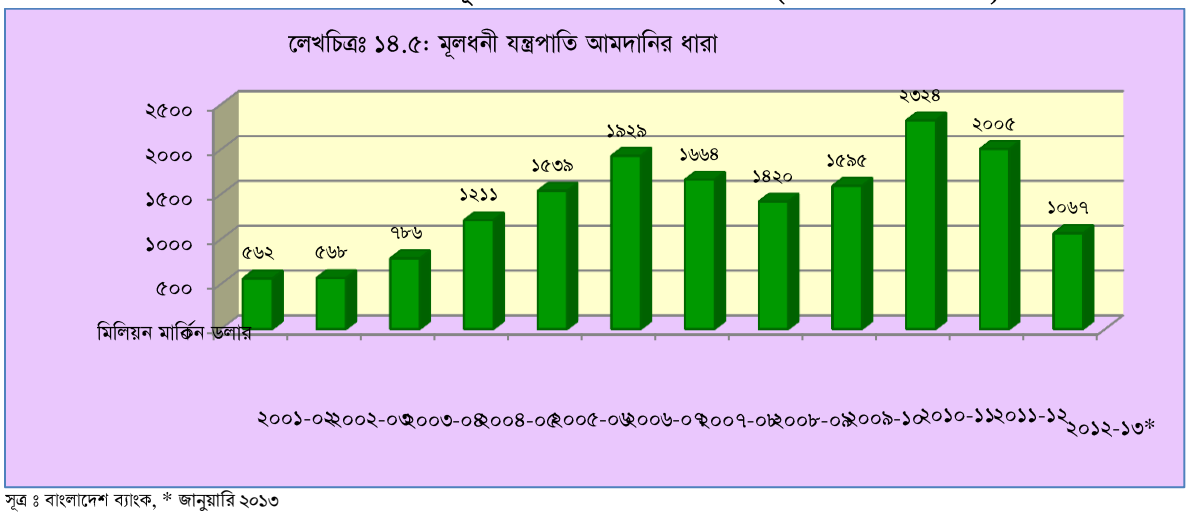

সূত্র ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, * জানুয়ারি ২০১৩

শিল্প (manufacturing) খাতে জিডিপি

শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধি জাতীয় আর্থ-সামজিক কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। এসবের মধ্যে রয়েছে নতুন কর্মসংস্থান, পশ্চাৎ-সংযোগ শিল্প উন্নয়ন, মূল্য সংযোজন, কর্মনৈপণ্য উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদি। বাংলাদেশের জিডিপির কাঠামোতে শিল্প খাত ক্রমশঃ অন্যান্য খাতের উপর প্রাধান্য লাভ করছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ম্যানুফেকচারিং খাতের সাময়িক হিসেবে প্রবৃদ্ধির হার ৯.৩৪ শতাংশ । লেখচিত্র ১৪.৬ এ ম্যানুফেকচারিং শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির ধারা তুলে ধরা হলো।

লেখচিত্র ১৪.৬ঃ ম্যানুফেকচারিং শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির ধারা

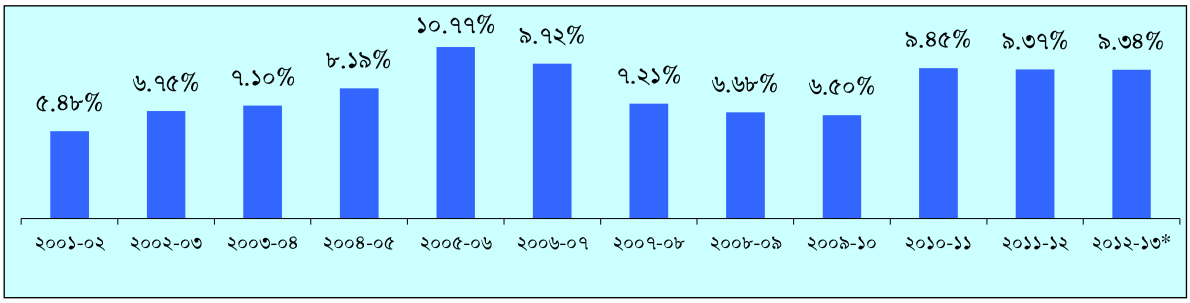

সূত্র ঃ বিবিএস *সাময়িক

গ্রাহকমুখী, স্বচ্ছ, সহজ এবং দায়িত্বশীল সেবা ও সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত রাখা যায়। এজন্য বিনিয়োগ বোর্ডে Online Service Tracking System চালুসহ বিনিয়োগ বোর্ডের Registration প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ Online-এ সম্পন্ন করার ব্যবস্থাটি চালু করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (Small and Medium Enterprises-SMEs)

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। ব্যবসায়িক কর্মকান্ডকে উৎসাহিতকরণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও এ খাত প্রশংসনীয় অবদান রাখছে। এ সব সম্ভাবনাকে সামনে রেখে স্বল্প আয়ের জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষের বৈষম্য লাঘবে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পে ঋণ বিতরণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণসহ এ শিল্পের বিকাশ

ও সম্প্রসারণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিতরিত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা ২০১২-২০১৩ অর্থবছরেও অব্যাহত আছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল, আইডিএ (ইজিবিএমপি) তহবিল, এডিবি তহবিল-১, এডিবি তহবিল-২, জাইকা তহবিল এবং নারী উদ্যোক্তা তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা চালু রয়েছে। তবে, সেপ্টেম্বর ২০০৯ আইডিএ তহবিল এবং জুন ২০১১ তে এডিবি-১ তহবিল শেষ হয়ে যাওয়ায় এ তহবিল হতে বিতরণ বর্তমানে বন্ধ রয়েছে।

বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংক এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প অর্থায়ন ও উন্নয়নে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে এসেছে। দেশে কার্যরত ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০১২-১৩ (ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত) অর্থবছরে ২,১২,৪০২ টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে সর্বমোট ৩৭,৪৯৭.৭১ কোটি টাকার এসএমই ঋণ বিতরণ করেছে। অন্যদিকে নারী উদ্যোক্তাদের অনুকূলে ২০১২-১৩ (ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত) অর্থবছরে ১৭,৩৬২ টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে সর্বমোট ৯৯৯.৭২ কোটি টাকার এসএমই ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

শিল্প ঋণ

কৃষি-নির্ভর উন্নয়নশীল দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাঙ্খিত গতিশীলতা অর্জনে দ্রুত শিল্পায়ন অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে শিল্প খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিগত বছরগুলোতে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্পঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত থাকার ফলে দেশে শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে । ২০১১-১২ অর্থবছরে শিল্প খাতে বিতরিত ও আদায়কৃত ঋণের মোট অঙ্ক দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১,১১,৯৫৩.০৮ কোটি টাকা ও ৯৪,৬৩৭.০১ কোটি টাকা। ২০১২-১৩ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত শিল্প খাতে বিতরিত ও আদায়কৃত ঋণের মোট অঙ্ক দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৭১,৫৮২.৯৯ কোটি টাকা ও ৫৭,২৯৮.৪৯ কোটি টাকা।

বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের ধারা

বাংলাদেশের মোট বিনিয়োগের প্রায় ৭১ শতাংশ-ই হচ্ছে বেসরকারি খাতে। ২০১১-১২ অর্থবছরে বেসরকারি খাতে মোট বিনিয়োগের অঙ্ক ছিল ১,৮৪,০৩৬ কোটি টাকা, ২০১২-১৩ অর্থবছরে বেসরকারি খাতে সাময়িক হিসেবে মোট বিনিয়োগের অঙ্ক দাড়িয়েছে ১,৯৭,১২৭কোটি টাকা। লেখচিত্র ১৪.৭-এ বিগত বছরগুলোতে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের ধারা তুলে ধরা হলো।

লেখচিত্র ১৪.৭ঃ বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে মোট বিনিয়োগ ধারা (কোটি টাকায়)

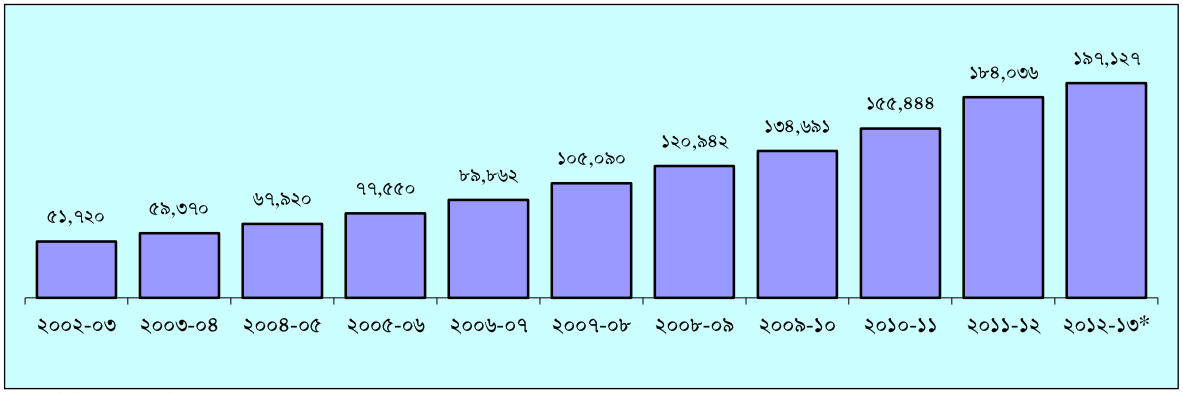

সূত্র ঃ বিবিএস *সাময়িক

কর্মসংস্থান সম্ভাবনা

শিল্পায়নের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন কৌশলের অন্যতম লক্ষ্য। শিল্পখাতে বিনিয়োগের ফলে ব্যবস্থাপনা, কারিগরি, সুপারভাইজরি এবং দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিক পর্যায়ে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। ২০১২-১৩ অর্থ বছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহে ২,২২,৭৩০ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। নিচের লেখচিত্র ১৪.৮-এ কর্মসংস্থানের সুযোগ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হলোঃ

লেখচিত্র ১৪.৮ঃ বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহে কর্মসংস্থানের সুযোগ (সংখ্যা)

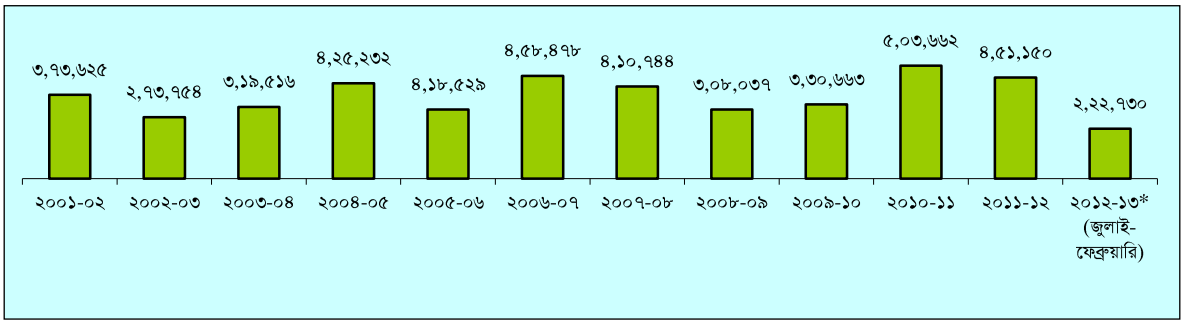

সূত্রঃ বিনিয়োগ বোর্ড, * ফেব্রুয়ারি ১৩

চলমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব হতে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে সুরক্ষাদানকল্পে সরকার ইতোমধ্যে বিশেষজ্ঞ টাস্কফোর্সসহ বিনিয়োগ ও শিল্পায়নে উৎসাহ প্রদান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার (ইপিজেড) বিনিয়োগ পরিস্থিতি

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশের জন্য বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ দেশে ইপিজেড স্থাপনের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণসহ দেশে শিল্প খাত বিকাশে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরের ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত ৮টি ইপিজেডে (চট্রগ্রাম, ঢাকা, মংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), আদমজী ও কর্ণফুলী)-এ পুঞ্জীভূত বিনিয়োগের অঙ্ক প্রায় ২,৬০৭.৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১১-১২ অর্থ বছরে ইপিজেড হতে ৪,২১০.৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য সামগ্রী রপ্তানি হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ইপিজেড হতে ৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এর পণ্য সামগ্রী রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত ২২৪০.৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহে ৩,৫০,২৬৩ জন বাংলাদেশী নাগরিকের কর্মসংস্থান হয়েছে, যার প্রায় ৬৪ শতাংশ মহিলা।

বেসরকারিকরণ কার্যক্রম

১৯৯৩ সালে বেসরকারিকরণ বোর্ড (বর্তমানে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন) গঠনের পর থেকে জুন,২০১২ পর্যন্ত মোট ৭৭ টি প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। এরমধ্যে ৫৬ টি প্রতিষ্ঠান সরাসরি বিক্রির মাধ্যমে এবং ২১টি প্রতিষ্ঠান/কোম্পানির শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে বেসরকারিকরণ করা হয়েছে।প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের - প্রতিবেদন সমীক্ষা সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান শিল্প বেসরকারিকরণকৃত" বেসরকারিকরণকৃত অনুযায়ী প্রতিবেদন শীষর্ক"২০১০প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ৪৪টি প্রতিষ্ঠান বেশ লাভজনক আবস্থায় চালু আছে।চালু প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিকাংশই স্ব স্ব ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে রয়েছে। এবং জনবল ২৯০ শতাংশের বেশি বেড়েছে। বেসরকারিকরণের লক্ষ্যে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন কর্তৃক বর্তমানে ২৪ টি প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণের কাজ চলছে। এছাড়া দুটি প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় প্রস্তাব

অনুমোদনের জন্য অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে এবং দুটি প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদে লিজ দেয়ার জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। পাশাপাশি ৬ টি প্রতিষ্ঠান মূল্যায়নের কার্যক্রম চলছে। মূল্যায়ন শেষে প্রতিষ্ঠানগুলো বিক্রয়ের লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান করা হবে। সরকার কর্তৃক বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প চিহ্নিতকরণের বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কমিটির ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/কর্পোরেশনের আওতায় রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্বৃত্ত জমি চিহ্নিত করে তা কমিশনকে জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বস্ত্র খাত

দেশের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বস্ত্র শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্পে বর্তমানে প্রায় ৫০ লক্ষাধিক জনবল নিয়োজিত রয়েছে। প্রাথমিক বস্ত্র শিল্প দেশের বর্তমান অভ্যন্তরীণ চাহিদার সিংহভাগ এবং রপ্তানিমুখী নিট ও ওভেন পোশাকের জন্য প্রয়োজনীয় বস্ত্রের যথাক্রমে ৮০-৮৫ শতাংশ এবং ৩৫-৪০ শতাংশ পূর-ণ সক্ষম হচ্ছে। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮২ শতাংশ বস্ত্র পণ্য ও তৈরি পোশাক রপ্তানি থেকে আসছে। বস্ত্র খাতের সিংহভাগ শিল্প কারখানাই ব্যক্তিমালিকানায় পরিচালিত হচেছ। দেশে বর্তমানে (এপ্রিল ২০১১) কটন স্পিনিং মিলের সংখ্যা ৪১৬টি (সরকারি খাতে ২২টি ও বেসরকারি খাতে ৩৯৪টি) এবং এ সকল মিলের সূতা উৎপাদন ক্ষমতা ২,০০০ মিলিয়ন কেজি। তাছাড়া বার্ষিক ২১৫০ মিলিয়ন মিটার উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ৭৭৭টি উইভিং মিল রয়েছে। স্পেশালাইজড টেক্সটাইল ও পাওয়ার লুম ইউনিট ১,০৬৫টি যার উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৪০০ মিলিয়ন মিটার। অধিকন্তু হস্চালিত ইউনিটের সংখ্যা ১,৪৮,৩৪২টি এবং এর উৎপাদন ক্ষমতা ৮৩৭ মিলিয়ন মিটার। নিটিং, নিট -ডাইয়িং ইউনিটের সংখ্যা সর্বমোট ৩,০০০টি, তন্মধ্যে রপ্তানিমুখী ইউনিটের সংখ্যা ১,৪০০টি। ২৩৪টি ডায়িং-ফিনিশিং ইউনিট এর উৎপাদন ক্ষমতা ২,২০০ মিলিয়ন মিটার। সরকারি ও বেসরকারি খাতে বিগত ২০০০-০১ সাল থেকে ডিসেম্বর, ২০১২পর্যন্ত সুতা ও কাপড়ের উৎপাদনের পরিসংখ্যান নিম্নের সারণি ১৪.৬ এ দেখানো হ'লঃ

সারণি ১৪.৬: সরকারি ও বেসরকারি খাতে সূতা ও কাপড় উৎপাদন

বছর	সূতার উৎপাদন (মিলিয়ন কেজি)			কাপড়ের উৎপাদন (মিলিয়ন মিটার)		
	সরকারি খাত	বেসরকারি খাত	মোট	সরকারি খাত	বেসরকারি খাত	মোট
২০০০-০১	১৪.৮২	১৮৬.৭৬	২৭১.৫৭	-	১,৮৪৫.০০	১,৮৪৫.০০
২০০১-০২	১৪.৪৩	২০৪.৮১	২৯৮.৫০	-	২,০৫০.০০	২,০৫০.০০
২০০২-০৩	৯.৩৬	৩৩০.৬৫	৩৪০.০০	-	২,২০০.০০	২,২০০.০০
২০০৩-০৪	৯.৭১	৩৭০.৩০	৩৮০.০০	-	২,৭৫০.০০	২,৭৫০.০০
২০০৪-০৫	৯.৪৮	৪৪০.৫২	৪৫০.০০	-	৩,১০০.০০	৩,১০০.০০
২০০৫-০৬	৮.০০	৫৩০.০০	৫৩৮.০০	-	৪০৯০.০০	৪০৯০.০০
২০০৬-০৭	৮.৮৬	৬০০.০০	৬০৮.৮৬	-	৪৯১০.০০	৪,৯১০.০০
২০০৭-০৮	৭.৯৫	৭১০.০০	৭১৭.৯৫	-	৫,৮০০.০০	৫,৮০০.০০
২০০৮-০৯	২.৩৩	৩৭৬.৭৪	৩৭৯.০৭	-	৬,৩৮০.০০	৬,৩৮০.০০
২০০৯-১০	১.১৪	১০০০.০০	১০০১.১৪	-	৭,২০০.০০	৭,২০০.০০
২০১০-১১	২.৪০	১১০৫.০০	১১০৭.৪০	-	৭৩০০.০০	৭৩০০.০০
২০১১-১২	০.৯৩	১,০০০.০০	১,০০০.৯৩	-	৭৩৫০.০০	৭৩৫০.০০
২০১২-১৩*	০.৭২	৮৫০.০০	৮৫০.৭২		৪,০০০.০০	৪,০০০.০০

উৎসঃ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, * ডিসেম্বর ১২ পর্যন্ত

তাঁত ও রেশম

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তাঁত শিল্পের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কৃষির পরই তাঁত শিল্পের স্থান। তাঁত শুমারি, ২০০৩ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে মোট তাঁত সংখ্যা ৫,০৫,৫৫৬টি। এর মধ্যে ৩,১৩,২৪৫টি তাঁত চালু আর বাকি প্রায় ১,৯২,৩১১টি তাঁত অচল রয়েছে। তাঁত অচল থাকার প্রধান কারণ চলতি মূলধনের অভাব। এই শিল্পে সারা বছর প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষের অধিক। তাঁত শিল্পে বর্তমানে বছরে প্রায় ৮৩ কোটি মিটার তাঁত বস্ত্র উৎপাদিত হয়। দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদা মেটাতে দেশে উৎপাদিত মোট বস্ত্রের ৪০ শতাংশের বেশি তাঁত শিল্পে উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক ২০১২-১৩ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত ৩৭,৭৫৫ জন তাঁতিকে ৪৭,৭২৭টি তাঁতের বিপরীতে মোট ৫৪.২৩ কোটি টাকা ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়, এ পর্যন্ত ১.২০ লক্ষ তাঁতির কর্মসংস্হান নিশ্চিত হয়েছে।

দেশে রেশম পণ্যের উৎপাদনে বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ (ব্যক্তি উদ্যোক্তা, এনজিও, শিল্প মালিক, আমদানিকারক ইত্যাদি) অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের দায়িত্ব পালনে বেসরকারিখাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের সাথে জড়িত বেসরকারি উদ্যোক্তা, আমদানি-রপ্তানিকারকগণ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে এবং রেশম পণ্যের মান উন্নয়ন ও রপ্তানি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ৬ হাজারের অধিক রেশম চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;বর্তমানে প্রায় ৬ লক্ষ ৫০ হাজার কর্মী রেশন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে।

পাট

পাট ও পাট শিল্প পরিবেশ-বান্ধব, শতভাগ দেশজ কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ দ্বারা পরিচালিত, সর্ববৃহৎ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র এবং রপ্তানি মূল্যের ১০০ শতাংশ Repatriation ভিত্তিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প। "শিল্পনীতি-২০১০" এ পাটজাত পণ্যকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে; প্রণীত হয়েছে "পাট নীতি-২০১১"। দেশে উৎপাদিত কাঁচা পাটের সিংহভাগ পাট বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশনের পাটকলসমূহে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং বিজেএমসির নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের পাটকলগুলো সারা দেশে স্থাপিত পাট ক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে কাঁচা পাট ক্রয় করে পাট চাষীদের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করে থাকে। বর্তমানে বিজেএমসির আওতাধীন মোট মিলের সংখ্যা ২৭।

বর্তমানে বাংলাদেশ জুট মিল এসোসিয়েশন (বিজেএমএ)-এর সদস্যভুক্ত মিলের সংখ্যা মোট ১২৪টি, এর ম-ধ্য ৩৮টি বেসরকারিকরণকৃত এবং নতুন স্থাপিত ৮৬টি মিল। পাট ও পাটজাত দ্রব্য দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বিশেষ অবদান রাখছে এবং বিপুল সংখ্যক জনবল পাট উৎপাদন ও পাট শিল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত রয়েছে। বেসরকারি শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে শিল্প স্থাপনের জন্য আর্থিক অনুদানসহ প্রযুক্তিগত ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান এবং উচ্চমল্য সংযোজিত বহুমুখী পাটজাত পণ্য সামগ্রী উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণাল-য়র অধীনে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) স্থাপন করা হয়। জানুয়ারি ২০০৮ থেকে ২০১২ পর্যন্ত ৫ বছরে ২৫টি মাঝারি শিল্প, ১০০টি ক্ষুদ্র ও ৬০০টি কুটির শিল্প স্থাপনের জন্য ৫১৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ ব্যয় সম্বলিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্নের সারণি ১৪.৭ এ সরকারি ও বেসরকারি খাতের পাটজাত পণ্যের ২০০০-০১ থেকে ২০১১-১২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ১২ পর্যন্ত সময়ের রপ্তানিমূল্যের অঙ্ক দেখানো হল।

সারণি ১৪.৭ঃ সরকারি ও বেসরকারি খাতের পাটজাত পণ্যের রপ্তানি মূল্য

(কোটি টাকা)

অর্থবছর	সরকারি	বেসরকারি	
	বিজেএমসি	বিজেএমএ	বিজেএসএ
২০০০-০১	৫৯৯.৫৮	১৩৪.৪২	৪৬৯.৮৯
২০০১-০২	৫৩৬.৭৬	১৩৬.২৫	৫৫৭.৭১
২০০২-০৩	৫১৯.৭১	১৪১.৩৭	৫৮৩.৮৫
২০০৩-০৪	৪৪০.৫৩	১৭৯.১৮	৬২৪.৭১
২০০৪-০৫	৩৯৬.২১	১৯২.২৪	৯৫৫.৮৮
২০০৫-০৬	৫০৮.২৫	৪০১.৩১	১১৬১.৮৫
২০০৬-০৭	৪৩৮.৫০	৪৪৭.৯৬	১৩৩৫.১৯
২০০৭-০৮	৪৮৮.৮১	৫৪২.৩৯	১৫৮১.৬১
২০০৮-০৯	৪৩৩.১৮	৪৬৩.২২	১,৪৭৯.৯৩
২০০৯-১০	৬৫৪.৬৯	৭৪৬.১৪	২,৫৪৮.৭৩
২০১০-১১	৯৪৩.৪২	৬৮১.৫২	৩,৩৯৬.১৭
২০১১-১২	১,০৫৯.৫৩	৯১৯.৭৬	৩,৩৬৭.০২
২০১২-১৩*	৬৩৯.৫০	৬৩০.৫১	১,৭১৫.২০

উৎসঃ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, * ডিসেম্বর ১২ পর্যন্ত।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) খাত

ডিজিটাল বাংলা-দশ গড়া বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার। সমাজের সকল স্ত-র ডিজিটাল লিটারেসি সম্প্রসারণের মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ এবং জ্ঞান-ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের সেবা নিশ্চিতকরণ সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য। তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন এবং জ্ঞান-ভিত্তিক শিল্পে প্রতিভাবান তরুণদের ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ই-গভর্নেন্স ও ই-কমার্স প্রবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক ও উন্নত বাংলাদেশ গঠন সম্ভব হবে। জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা অনুযায়ী সরকার দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে। এ নীতিমালার লক্ষ্য হচ্ছে সকল খাতের অংশগ্রহণে দেশে একটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলা। জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালার আলোকে বেসরকারি খাতকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এসব তথ্যকেন্দ্র থেকে গ্রামীণ জনপদের মানুষ সরকারি-বেসরকারি এবং বাণিজ্যিক তথ্য ও সেবা পাচ্ছে।প্রতি মাসে গড়ে ৪০ লক্ষ মানুষ এসব কেন্দ্র থেকে সেবা নিচ্ছে এবং সেবা প্রদানকারী ইউআইএসসি উদ্যোক্তাদের গড় মাসিক আয় ৫ কোটি টকার বেশি।গ্রামের মানুষের কাছে বীমা সুবিধা পৌছে দেবার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় বীমা প্রতিষ্ঠান জীবন বীমা কর্পোরেশনের সহযোগিতায় দেশের ২৭ টি জেলায় ১,৮০০টি ইউআইএসসি জীবন বীমা সেবা চালু রয়েছে।

হাই-টেক পার্ক

হাইটেক শিল্প এবং জ্ঞানভিত্তিক শিল্প বিকা-শর সুবিধা-র্থ বৃহদাকার ট্রান্সন্যাশনাল কোম্পানি তথা বিশ্বমা-নর বিনি-য়াগকারী-দর আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় হাইটেক পার্কের অবকাঠামো নির্মাণ চলমান র-য়-ছ। সরকার সরকারি বেসরকারি অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এছাড়াও যশোর জেলায় আইটি

পার্ক স্থাপনের প্রকল্পটি ইতোমধ্যে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে এবং এজন্য শহরের বারান্দী মৌজায় জমি নির্বাচনের প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে।

আইসিটি ইনকিউবেটর

কাওরান বাজারস্থ বিডিবিএল ভবনে স্থাপিত আইসিটি ইনকিউবেটর বর্তমানে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এখানে ছোট বড় ৪১ টি উদ্যোক্তা কোম্পানি তাদের আইটি ব্যবসা পরিচালনা করছে।

সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং উচ্চ প্রযুক্তি শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশে সফ্টওয়্যার পার্ক স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সফট্ওয়্যার টেকনোলজি পার্ক কর্তৃপক্ষ নিজস্ব উদ্যোগে ঢাকার কাওরান বাজারস্থ জনতা টাওয়ার-এ সফট্ওয়্যার টেকনোলজি পার্ক তোলার কাজ শুরু করেছে।

বাংলাদেশে উদ্ভাবিত সফটওয়্যার রপ্তানি

বর্তমানে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, জাপান, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের অনেক দেশে সফটওয়্যার এবং আইটি সার্ভিসেস রপ্তানি করছে। বাংলাদেশের সফটওয়্যার ব্যবহারকারী কয়েকটি প্রতিষ্ঠান হ'ল: নকিয়া, জাপান এয়ারলাইনস, বিশ্ব ব্যাংক, এইচপি, মার্কিন পোস্টাল ও এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট। বর্তমানে ১০০টিরও বেশি সফটওয়্যার ফার্ম/আইসিটি কোম্পানি তাদের উৎপাদিত সফটওয়্যার এবং আইসিটি সার্ভিসেস ৩০টি দেশে রপ্তানি করছে। নিম্নের সারণিতে ২০০২-০৩ অর্থবছর থেকে ২০১১-১২ অর্থবছরের সফটওয়্যার রপ্তানির চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ১৪.৮ ঃ সফটওয়্যার রপ্তানি

(মিলিয়ন ইউএস ডলার)

	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
সফটওয়্যার রপ্তানি	৪.২	৭.১৯	১২.৬৮	২৭.০১	২৬.০৮	২৪.৮২	৩২.৯	৩৩.৫	৩৫.৩	৭০.৮১
প্রবৃদ্ধি (%)	৫০	৭১	৭৬	১১৩	-৩.৪	-৪.৮	২৪.৫৫	১.৮২	৫.০৯	৫৬.২৮

উৎস্যঃ বিসিসি

টেলিযোগাযোগ খাত

টেলিফোনের বিপুল চাহিদা পূর-ণর লক্ষ্যে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে Fixed Telephone (PSTN) সেবা প্রদানের জন্য সেন্ট্রাল জোন (Dhaka Multi Exchange Area) বাদে অন্যান্য এলাকার জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। বেসরকারি খাতে Fixed Telephone লাইসেন্স প্রদান করায় এ খাতে দেশি-বিদেশি এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিনিয়োগের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে অনেক বিনিয়োগকারী বিনিয়োগ শুরু করেছেন। বেসরকারি খাতে ফিক্সড ফোন লাইসেন্স প্রদান করায় বিপুলসংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ২০০৪ এ দেশে মোবাইল ফোনের গ্রাহক ছিল মাত্র ৪০ লক্ষ, মার্চ ২০১৩ এ সংখ্যা ৯.৭৪ কোটি অতিক্রম করেছে। বর্তমানে মোবাইল খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১০ লক্ষাধিক লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। এখাত হতে বিপুল পরিমাণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর, ভ্যাট ইত্যাদি আদায় হয়, যা সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। বেসরকারি খাতের বিকাশের ফলে সেলুলার মোবাইল টেলিকম অপারেটরের মধ্যে সেবা প্রদানে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া অপারেটরদের ফিক্সড ফোন ও মোবাইল কোম্পানীর ট্যারিফ পর্বের তুলনায় ১৫ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। ফলে জনগণের পক্ষে স্বল্প মল্যে দেশ-বিদেশে টেলিফোনে কথা বলা সম্ভব হচ্ছে। তিন পার্বত্য জেলা সদরে ইতোমধ্যে মোবাইল নেটওয়ার্ক চালু হয়েছে। দেশে মোবাইল টেলিডেনসিটি জানুয়ারি ২০০২ এ যেখানে ছিল

১.০ শতাংশ, মার্চ ১৩ এ তা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৩.৯১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত বিভিন্ন কোম্পানির মোবাইল টেলিফোন গ্রাহকের সংখ্যা সারণি ১৪.৯ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১৪.৯: বিভিন্ন মোবাইল ফোনের গ্রাহক সংখ্যা (জানুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত)

	অপারেটর	গ্রাহক (কোটি)
১.	গ্রামীণ ফোন লিমিটেড (জিপি)	৪.০৩
২.	ওরাসকম টেলিকম বাংলাদেশ লিমিটেড (বাংলালিংক)	২.৫৭
৩.	রবি এস্কাইটা লিমি-টড (রবি)	২.১১
৪.	এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড(এয়ারটেল)	০.৭১
৫.	পেসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (সিটিসেল)	০.১৫
৬.	টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড (টেলিটক)	০.১৭
	মোটঃ	**৯.৭৪**

উৎসঃ www.btrc.gov.bd.

বিদ্যুৎ খাত

দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদ্যুতের প্রয়োজন অপরিহার্য। বর্তমানে দেশের মোট জনগণের মাত্র ৬০ শতাংশ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে (জানুয়ারী, ২০১৩ পর্যন্ত) সরকারি খাতে ৯,৭৬৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার এবং বেসরকারি খাতে (আইপিপি, এসআইপিপি, রেন্টাল, আরইবি) ১১,৭৯৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ মোট ২১,৫৬০ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার নিট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। মোট নিট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৪৫.৩০ শতাংশ সরকারি খাতে এবং ৫৪.৭০ শতাংশ বেসরকারি খাতে উৎপাদিত হয়েছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ২৯২ কিলোওয়াট ঘন্টা যা বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় কম। আগামী ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল জনসাধারণকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন এবং সংস্কার ও পুনর্গঠনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ এখাতের সার্বিক ও সুষম উন্নয়নে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।বর্তমান পরিকল্পনা মোতাবেক আগামী ২০১৩ থেকে ২০১৭ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গ্যাস সংকটকে বিবেচনায় রেখে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি তরল জ্বালানি, কয়লা, ডুয়েল ফুয়েল, নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করে সরকারি ও বেসরকারি খাতে প্রায় ১২,৯০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করার কার্যক্রম চলছে। উক্ত পরিকল্পনার আওতায় ২০১৩ সালে আরও ২,০৫৭ মেগাওয়াট, ২০১৪ সালে ১,৯৮৮ মেগাওয়াট, ২০১৫ সালে ২,৭০১ মেগাওয়াট, ২০১৬ সালে ২,৯১৪ মেগাওয়াট ও ২০১৭ সালে ৩,২৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হবে। এর মধ্যে ৫,৪৩৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার মোট ২৭টি প্রকল্প নির্মাণাধীন রয়েছে। টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ৩,৩৯৬ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১৭ টি প্রকল্প যা পর্যায়ক্রমে চুক্তি স্বাক্ষর সম্ভব হবে।এছাড়া মোট ১১০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে।

বিমান কর্তৃপক্ষ

সরকারের বেসরকারিকরণ নীতিমালা অনুসরনে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ দেশের বিমান বন্দরগুলোর নন-রেগুলেটরি কাজগুলো বেসরকারিকরণের পরিকল্পনা নিয়েছে। ইতোমধ্যে শাহ্ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের পরিস্কার- পরিচ্ছন্নতার কাজ পরিচালনার জন্য স্থানীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া বিমান বন্দরের অন্যান্য ম্যানেজমেন্টকে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে পরিচালনার জন্য দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠান নিয়োগের চূড়ান্ত কার্যক্রম চলছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের কার্গো হ্যান্ডলিং ও অন্যান্য নন-রেগুলেটরি কাজকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালনা করার পরিকল্পনা চলছে। বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বিমান পুনর্গঠন ও বাণিজ্যিকিকরণের নিমিত্ত গঠিত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে উপদেষ্টা কাউন্সিল কর্তৃক বিমানকে শতকরা ১০০ ভাগ মালিকানায় রেখে এবং জনবল হ্রাসের মাধ্যমে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী (পিএলসি)-তে রূপান্তর করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক রু-ট চলাচ-লর জন্য বাংলা-দশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ রি-জন্ট

এয়ারও-য়জ-ক গত বৎসর Air Operator Certificate প্রদান ক-র এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রু-ট প্লাইট পরিচালনার জন্য নো-ভা-এয়ারকে অনপত্তি সনদ প্রদান করেন।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

সরকারের জাতীয় নৌ-পরিবহন নীতিমালায় বন্দরখাতে ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। বেসরকারিখাতের বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ BOT (Build, Operate & Transfer) ভিত্তিতে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরের অপারেশনাল কর্মকান্ডে স্টিভডোরস, ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস এবং ইক্যুইপমেন্ট হ্যান্ডলিং অপারেটরসহ বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত আছে। সরকারের বেসরকারিকরণ নীতির অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম কন্টেইনার টার্মিনাল পরিচালনার জন্য বেসরকারি অপারেটর নিয়োগ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরকে ডিজিটাল বন্দরে পরিণত করার লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগীর সহায়তায় কন্টেইনার টার্মিনাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (CTMS) চালু হয়েছে।বৎসরে ১ মিলিয়ন (TEUs) হ্যান্ডলিং ক্ষমতা সম্পন্ন নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন অব্যবহৃত বন্দরের সদরঘাট লাইটারেজ জেটি ২৫ বছরের জন্য লিজ দিয়ে তা বেসরকারি খাতে ন্যস্ত করা হয়েছে।

বন্দরে কার্গো হ্যান্ডলিং-এর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বন্দরের অপারেশনাল বিভিন্ন ইক্যুইপমেন্ট বেসরকারি খাতে লিজ দেয়া এবং বেসরকারি খাতে আইসিডি (ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো) নির্মাণ সরকার উৎসাহিত করছে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এর লাইসেন্স প্রাপ্ত ৫২টি স্টিভডোর এবং প্রায় ৩,০০০ সিএন্ডএফ এজেন্ট বেসরকারি খাতে বন্দরে মালামাল খালাস ও ছাড়করণে নিয়োজিত আছে। এছাড়া, বন্দর স্টেডিয়ামের পার্শ্বে এক্স ও ওয়াই শেড এলাকা খালি কনটেইনার রাখার জন্য বেসরকারি অপারেটরকে লিজ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া স্পেশাল বার্থ যথাঃ সিমেন্ট ক্লিংকার জেটি, কাফকো এমোনিয়া জেটি, কাফকো ইউরিয়া ফার্টিলাইজার জেটিসমহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থা কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে।

অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ

দেশের বেসরকারি পরিবহণ খাতের সার্বিক কার্যক্রমের বৃহদংশই অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে সম্পাদিত হয়ে থাকে। অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে বেসরকারি খাতের প্রায় ৯৫ শতাংশ যাত্রী ও মালামাল পরিবাহিত হয়ে থাকে। এ ছাড়াও অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্হাপিত ২১টি নদী বন্দরের আওতাধীন বিভিন্ন ঘাটসহ পন্টুন সুবিধাপ্রাপ্ত গ্রামীণ লঞ্চঘাটসমহ বেসরকারি খাতে ইজারার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে থাকে পন্টুন এবং জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কাজ স্হানীয় বেসরকারি ডক ইয়ার্ডে সম্পাদিত হয়ে থাকে। বিআইডব্লিউটি সেক্টরের বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামোগত সুবিধাদি বেসরকারি ঠিকাদারের মাধ্যমে নির্মাণ করা হয়ে থাকে।

বেসরকারি বিনিয়োগ সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালার আলোকে বাংলা-দশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ঢাকা শহরের চারিদিকে বৃত্তাকার নৌ-পথ চালুকরণ (২য় পর্যায়)–শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় খনন কার্যক্রম/ড্রেজিং বর্তমানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ড্রেজার দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছে। উক্ত খনন কার্যক্রম ছাড়াও সংরক্ষণ খননসহ হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ/জলজরিপ কাজ বেসরকারি খাত দ্বারা সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকার অদূরে পানগাঁও-এ প্রায় ১৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে বার্ষিক ১ লক্ষ ৬০ হাজার টিইইউ(TEUs) হ্যান্ডলিং ক্ষমতা সম্পন্ন দেশের প্রথম অভ্যন্তরীণ টার্মিনাল নির্মাণ সমাপ্তির পথে।এর পরিচালনার ভার সম্পূর্ণরূপে বেসরকারি উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠানের নিকট অর্পণ করা হবে। অধিকন্তু, নোয়াপাড়া, আশুগঞ্জ-ভৈরব ও বরগুনায় নদী বন্দর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্বায়নের পর বন্দরসমূহের পরিচালনার ভারও বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

আইডব্লিউটি সেক্টরের উন্নয়ন কর্মকান্ডে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করার জন্য বাংলা-দশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের উপরোক্ত উদ্যোগ গ্রহণের যে সব বিষয় ওপরে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো বাস্বায়নের মাধ্যমে বেসরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের

প্রসার ও উন্নয়ন ঘটবে এবং ভবিষ্যতে ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ আইডব্লিউটি সেক্টরের অবকাঠামো উন্নয়নসহ নৌ-পথের ড্রেজিং এবং হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কার্যক্রমে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

পর্যটন

অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে পর্যটন খাত হতে পারে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।সরকার জাতীয় পর্যটন নীতিমালা ,২০১০ ও বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল আইন-২০১০ ও এগুলোর বিধিমালা প্রণয়ন করেছে।দেশে বিদ্যমান প্রায় ৮০০ টি পর্যটন -আকর্ষণ (tourism attractions) চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড "ভিজিট বাংলাদেশ" ক্যাম্পেইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র ও স্থাপনার উপর প্রচার সামগ্রী তৈরি করে বাংলাদেশ মিশন সমূহের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বিতরণ করছে।অন্যদিকে কক্সবাজার ও কুয়াকাটার জন্য মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন চূরান্ত পর্যায়ে

সরকারের বেসরকারিকরণ নীতির আলোকে পর্যটকদের উন্নত সেবা প্রদান এবং আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কক্সবাজারস্থ মোটেল প্রবাল, উপল, লাবনী, সিলেট পর্যটন মোটেল, মৌলভীবাজারস্থ রেস্ট হাউজ, রুচিতা রেস্তোঁরা ও বার, সাকুরা রেস্তোঁরা ও বার, চিলড্রেন এ্যামিউজমেন্ট পার্ক, ভাটিয়ারি গলফ ক্লাব, বার এবং ফয়'স লেক বেসরকারি সংস্থার নিকট ইজারা প্রদান করা হয়েছে।

বীমা

বর্তমানে বেসরকারি মালিকানাধীন ৪৩টি সাধারণ বীমা কোম্পানি ও ১৭টি জীবন বীমা কোম্পানি বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে। তাছাড়া সরকারি খাতে জীবন বীমা কর্পোরেশন ও সাধারণ বীমা কর্পোরেশন বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত আছে। নিয়ন্ত্রণমূলক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বীমা অধিদপ্তর বীমা কোম্পানির নিকট থেকে বার্ষিক নবায়ন ফি, বীমা কোম্পানি এমপ্লয়ার অব এজেন্ট ও এজেন্ট লাইসেন্স ফি, সার্ভেয়ার সার্টিফিকেট ও নবায়ন ফি, বীমা আইন ও বিধি বিধান লংঘনজনিত অপরাধে আরোপিত জরিমানা ইত্যাদি বাবদ রাজস্ব আদায় করে থাকে। সাধারণ বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়ের পরিসংখ্যান সারণি ১৪.১০-এ প্রদান করা হলোঃ

সারণি ১৪.১০: সাধারণ বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়

(কোটি টাকা)

ক্রঃ নং	সাল	প্রিমিয়াম আয় (সরকারী)	প্রিমিয়াম আয় (বেসরকারী)	প্রিমিয়াম আয় (গ্রস)	পুনঃবীমা প্রিমিয়াম আয়	নীট মুনাফা	প্রবৃদ্ধি (%)
১	২০০১	৫৭.০২	১৮.৮৯	৭৫.৯১	১৮২.২২	৪৩.১৭	
২	২০০২	৬০.৪৮	২১.৩৮	৮১.৮৬	১৯১.১৮	৩২.৮৮	৫.৭৪
৩	২০০৩	৬৩.০৪	১৩.৬২	৭৬.৬৬	২২৯.০৫	৩৩.৩৪	১১.৭৬
৪	২০০৪	৬১.২৩	১৬.৬৪	৭৭.৮৭	২৩২.০৩	৩৪.৮৪	১.৩৭
৫	২০০৫	৬৯.২২	১৯.৪০	৮৮.৬২	২৬৭.৬৬	৩৬.৩৮	১৪.৯৭
৬	২০০৬	৮১.৫৭	২২.৮৮	১০৪.৪৫	২৯১.৪০	৪২.০৪	১১.১৩
৭	২০০৭	৯৮.৪০	২৮.১৮	১২৬.৫৮	৩২৯.১৭	৬০.৬১	১৫.১৩
৮	২০০৮	১১১.৬৭	৩০.২২	১৪১.৮৯	৩৫৯.৪৫	৭৭.৪৯	১০.০০
৯	২০০৯	১২৩.৯২	৩৭.৪৩	১৬১.৩৫	৩৭৯.২৭	১০১.৫০	৭.৮৩
১০	২০১০	১২৮.৩৭	৩৭.৬২	১৬৫.৯৯	৪০৮.৫৩	১২৫.৫২	৬.২৭
১১	২০১১	১৪৯.০৪	৪৮.৪৩	১৯৭.৪৭	৪০৪.২৫	১৭৫.১৯	৪.৭৩
১২	২০১২ (প্রাক্কলিত)	১৬৭.৬৭	৫১.২৫	২১৮.৯২	৪৫০.০০	২০৯.৩৫ (সম্ভাব্য)	১১.১৭

সূত্রঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

স্বাধীনতার পর জীবন বীমার সুফল দেশের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির ৯৫নং আদেশ বলে বাংলাদেশের বীমা শিল্প জাতীয়করণ করা হয়। বীমা শিল্প জাতীয়করণ করার পর জীবন বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত ৩৭টি কোম্পানীর সম্পদ ও দায়-দেনা নিয়ে প্রথমে সুরমা ও রূপসা নামে ২(দুই)টি কর্পোরেশন এবং পরবর্তীতে উলিস্নখিত

কর্পোরেশনদ্বয়ের সমন্বয়ে ১৯৭৩ সালে ৬নং আইন বলে জীবন বীমা কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জীবন বীমা কর্পোরেশন উহার ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম দ্বারা অভ্যন্তরীণ পুঁজি সংগ্রহ ও জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। কর্পোরেশন ১৫.৭০ কোটি টাকা ঘাটতি, ২১.৮৩ কোটি টাকা লাইফ ফান্ড এবং ৬.৪৫ কোটি টাকা প্রিমিয়াম এবং ১৭(সতের)টি বাণিজ্যিক ভবন (১০টি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত) নিয়ে এর কর্মকান্ড শুরন্ন করে ২০১২ সালের শেষে লাইফ ফান্ড ১,৪৩৬.১৬ কোটি টাকায় উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছে।

বীমা আইন, ২০১০ অনুযায়ী জীবন বীমা কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম পঞ্জিকা বছর (জানুয়ারি–ডিসেম্বর) হিসেবে পরিচালিত হয়। জীবন বীমা কর্পোরেশন সংক্রান্ত বিগত ৩(তিন) বছরের তথ্যাদি পঞ্জিকা বছর অনুযায়ী নিম্নে ১৪.১১-এ উপস্থাপন করা হলো ঃ

সারণি ১৪.১১: জীবন বীমা কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম

(কোটি টাকা)

নং	বিষয়	সাল		
		২০১০	২০১১	২০১২
১	প্রিমিয়াম আয়	৩৩৯.৮৭	৩০৭.৮৮	৩৬৯.৫৪
২	প্রবৃদ্ধির হার	১.৫৫%	(৯.৪১%)	২০.০২%
৩	মোট আয় (বিনিয়োগ আয়সহ)	৪৩৮.৪০	৪০৮.৮৬	৪৬২.৬৪
৪	মোট ব্যয়	৩০৭.৩৬	৩৪৪.৩৭	৩৪১.৭৮
৫	রাজস্ব উদ্বৃত্ত (৩-৪)	১৩১.০৪	৬৪.৪৯	১২০.৮৬
৬	লাইফ ফান্ড	১,২৫০.৮১	১,৩১৫.৩০	১,৪৩৬.১৬
৭	বিনিয়োগের পরিমাণ	১১১২.৯১	১,১৯৮.৫৭	১,২৯৪.৪৯
৮	মোট দাবি পরিশোধ	১৭৪.৭৬	১৯৭.৪৬	১৯৬.৭৬

সূত্রঃ **ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ**

জীবন বীমা কর্পোরেশন-এ Online Insurance System বাস্তবায়নের ফলে বীমা সংক্রান্ত সেবা কার্যক্রম দ্রুততম সময়ে সম্পাদিত হচ্ছে। ৪,৫০১টি ইউনিয়ন ইনফরমেশন সার্ভিস সেন্টার-এর ৯,০০২জন উদ্যোক্তাকে জীবন বীমা কর্পোরেশন-এর এজেন্ট হিসেবে নিয়োগের মাধ্যমে বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করা হবে। ইতোমধ্যে ২৮টি জেলার Union Information Service Centre-এর ৪,৩৪২ জন উদ্যোক্তাকে জীবন বীমা কর্পোরেশন-এর এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। জীবন বীমা কর্পোরেশন-এর Digitalization কার্যক্রমের আওতায় কর্পোরেশনের কোন অফিসের সহযোগিতা ছাড়াই বীমা গ্রাহক জীবন বীমা পলিসির প্রিমিয়াম প্রদানসহ বীমা সংক্রান্ত যাচিত অন্যান্য তথ্য পাবেন।

শিক্ষা খাত

সরকার মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কারিগরি, মাদ্রাসা ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি সুযোগ-সুবিধাদি সম্প্রসারণ এবং শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাত ব্যাপক সহায়তা প্রদান করে আসছে। রাজস্ব বাজেটের উপর চাপ লাঘবের এবং শিক্ষায় বিদেশ নির্ভরতা হ্রাসের লক্ষ্যে সরকার শিক্ষাখাতে বেসরকারিকরণকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করছে। এ উদ্যোগের ফলে দেশে বেসরকারিখাতে বহু সংখ্যক স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে উচ্চ শিক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির চাহিদা প্রায় পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোকাবেলার লক্ষ্যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমহের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকার বেসরকারি খাতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ পাশ করেছে। এ উদ্যোগের ফলে দেশে এ পর্যন্ত ৬২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। সরকার ২০১২ সালে আরো ১৬ টি বেসরকারী বিস্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে। শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে Higher Education Quality Enhancement

শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হ-য়-ছ, যার মাধ্যমে ৩০ টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৩৭০ কোটি টকা ব্যয়ে ১৯৫ টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সৃজনশীলতায় উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে গবেষণার পরিবেশ সৃজনের জন্য Academic Innovation Fund প্রদান করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য খাত

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক ও সংস্থাকে রাজস্ব বাজেট হতে অনুদান প্রদান করছে। বর্তমানে বেসরকারি খাতে ৫৪টি মেডিকেল কলেজ, ১৪টি ডেন্টাল কলেজ, এবং ৫৩,৪৪৮টি শয্যাসহ ২,৯৬৬টি বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক রয়েছে। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যখাতে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি ৫,৭২১টি উন্নতমানের ডায়াগনস্টিক সেন্টার উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে এনজিওদের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচির আওতায় এইচআইভি/এইডস ও পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে বেশ কিছু এনজিও সম্পৃক্ত রয়েছে। অনুমোদিত ৫২টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি হতে সহযোগী মানবসম্পদ তৈরী করা হচ্ছে। দেশে বর্তমানে ৪১টি ব্লাড ব্যাংক চালু আছে।স্বাস্থ্য খাতে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) এর আওতায় বিনিয়োগের সুযোগ পাচ্ছে। বর্তমানে, পিপিপি-র আওতায় দেশের দুটি সরকারি হাসপাতালে (চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিস এন্ড ইউরোলজি (নিকডো) কিডনি ডায়ালাইসিস সেন্টার এর সম্প্রসারণের কাজ চলছে।

বাংলাদেশে খুবই উন্নত প্রযুক্তির কিছু ওষুধ ছাড়া প্রয়োজনীয় প্রায় সকল প্রকার ওষুধ বর্তমানে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয়। সর্বমোট ৬৩টি এ্যালোপ্যাথিক ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বছরে ২০,৪৫৬ ব্রান্ডের ৬,০০০ কোটি টাকার ওষুধ ও ওষুধের কাঁচামাল উৎপাদন করছে। দেশীয় চাহিদার প্রায় শতকরা ৯৭ ভাগ ওষুধ বর্তমানে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয়। এর পাশাপাশি জাতীয় স্বাস্থ্যসেবায় আইনগত স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রাচ্যের শাস্ত্রীয় ও পাশ্চাত্যের হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ওষুধের অবদানও উল্লেখযোগ্য। ওষুধ শিল্পে উৎপাদিত ওষুধ আন্র্জাতিক মান-সম্পন্ন হওয়ায় বর্তমানে বাংলাদেশ ওষুধ ও ওষুধের কাঁচামালসহ ৪১টি কোম্পানীর উৎপাদিত প্রায় ১৮৭ টি ব্রান্ডের বিভিন্ন প্রকারের ওষুধ ও ওষুধের কাঁচামাল যুক্তরাজ্য ,যুক্তরাষ্ট্র ,কানাডা, জাপান, ইটালী, কোরিয়া, মালয়েশিয়া ও সৌদি আরব সহ বিশ্বের প্রায় ৮৭টি দেশে রপ্তানি হয়ে আসছে এবং এ সুবাদে বাংলাদেশ ওষুধ আমদানিকারক দেশের পরিবর্তে রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে গৌরব অর্জন করছে। ২০১১ সালে ৪৮০ কোটি টাকার এবং ২০১২ সালের জুন পর্যন্ত ২০০ কোটি টাকার ঔষধ রপ্তানি হয়েছে। নিম্নোক্ত সারণিতে রপ্তানি সংক্রান্ পরিসংখ্যান দেয়া হলোঃ

১৪.১২ স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত ওষুধ ও ওষুধের কাঁচামালসহ রপ্তানি

(-কাটি টাকা)

বছর	প্রস্তুতকৃত ওষুধ	ওষুধের কাঁচামাল	যে কয়টি দেশে রপ্তানি হয়
২০০১	৩১.৮০	১.১০	১৭
২০০২	৪০.৬৯	৪.৩০	৩২
২০০৩	৫৪.৫৫	৮.৭৩	৫১
২০০৪	১৪০.০০	১৩.৮৯	৬২
২০০৫	১৪২.১০	১৪.৭৫	৬৭
২০০৬	২৫১.৯৯	১৪.৩৪	৬১
২০০৭	২৩৪.৭১	১৩.০৩	৬৭
২০০৮	৩১৩১০.৭০	১৪.৬১	৭১
২০০৯	৩৩৫.২১	১১.৯৬	৭৩
২০১০	৩২৭.৪৩	৫.১২	৮৪
২০১১	৪২১.২২	৪.৯৩	৮৭

উৎস্যঃ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর